বৈশাখ মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয় বাংলা বর্ষ । নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে । এ মাসে চলতে থাকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, উৎসব, আদর আপ্যায়ন । পুরনো বছরের ব্যর্থতাগুলো ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের প্রত্যাশায় কৃষক ফিরে তাকায় দিগন্তের মাঠে । আসুন জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

- বোরো ধানে ব্লাস্ট আক্রমন হতে পারে। আক্রান্ত জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/ ন্যাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ব্লাস্ট রোগ দমন করতে হবে।
- দেরিতে রোপণ করা বোরো ধানের জমিতে চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- নাবি বোরো ধানের থোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় তাই আগে থেকেই সম্পূরক সেচের জন্য মাঠের এক কোনে মিনিপুকুর তৈরি করতে হবে।
- থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।
- এ মাসে বোরো ধানে বাদামী গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, পোকার আক্রমণ হতে পারে; পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে।এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
- এ মাসে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, বোরো ধানের ৮০% পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে।
- আউশ ধানের জমি তৈরি ও বীজ বপনের সময় এখন । বোনা আউশ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি এবং রোপা আউশ বন্যামুক্ত আংশিক সেচনির্ভর মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিম্ন জমি আবাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে । বোনা আউশের জাত হিসেবে বিআর -২০, বিআর -২১, বিআর -২৪, ব্রিধান-৪২, ব্রিধান-৪৩,ও ব্রিধান-৮৩ এবং রোপা হিসেবে বিআর -২৬, বিআর -২১, ব্রিধান-৪৮,ব্রিধান-৮২ ও ব্রিধান-৮৫ , খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকার জমিতে বিনাধান-১৯ চাষ করতে পারেন।
- খরিফ মৌসুমে ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে, জমিতে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং একইসাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বপন করা যায়। তাই যথাসম্ভব দ্রুত বীজ বপন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে।
- বসতবাড়ির বাগানে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়শ, বেগুন, পটল চাষের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দল, শশা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে হবে।
- এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুনভাবে ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কুমড়াজাতীয় ফসলের মাছিপোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে।কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালিন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, বারি টমেটো-১০, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮,বিনাটমেটো-৩,বিনাটমেটো-৪ চাষ করতে পারেন।
- আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই পোকামাকড় দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এ সময়ে প্রচন্ড তাপদাহ দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যেখানে সেচ সুবিধা নেই সেখানে শাক-সবজির ও ফলের বাগানে মালচিং দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ করুন এবং সেচ প্রদান করতে হবে।
- এ সময় কাঁঠালের নরম পচাঁ রোগ দেখা দেয়। ফলে রোগ দেখা দেওয়ার আগেই ফলিকুর ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশ ঝাড় পরিস্কার করে মাটি ও কম্পোষ্ট সার দিতে হবে।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি রোপন করতে পারেন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।